যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

ভোলার মাদ্রাসায় গ্রেফতার চারজন ১০ দিনের রিমান্ডে

অমিতাভ অপু, *দৌলতখান থেকে ফিরে*

ভোলায় গ্রিন ক্রিসেন্ট এনজিও পরিচালিত আরও কয়েকটি মসজিদ-মাদ্রাসার সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্যদিকে গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় র‌্যাব বাদী হয়ে দুটি মামলায় ১১ জনকে আসামি করা হলেও ওই মামলায় গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানার অর্থদাতা লন্ডন প্রবাসী মোস্তফা ফয়সালের নাম না থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে ভোলার সুশীল সমাজ। এদিকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকা থেকে ফয়সাল ও সংস্থার পরিচালক হাসান সাইফুদ্দিন বাদল গ্রেফতারের বিষয় আলোচিত হলেও এদের গ্রেফতারের বিষয় নিশ্চিত করতে পারেননি র‌্যাবের শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারা। আসামিদের মধ্যে মঙ্গলবার গ্রেফতার হওয়া চারজনকে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে

রিমান্ডে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৩

রিমান্ডে : ভোলার মাদ্রাসায়

(১ম পৃষ্ঠার পর) বোরহানউদ্দিন থানা পুলিশ। এ ৪ জন হচ্ছে— রামকেশব গ্রামের ওই মাদ্রাসার শিক্ষক মোঃ রাসেল, মাদ্রাসায় কর্মরত থাকা আবুল কালাম, আবদুল হামিদ ও জসিম দেওয়ান। এদের মধ্যে প্রধান আসামি মোঃ রাসেলকে ঢাকায় টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন সেলে (টিএফআই) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত রাতেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ভোলার দৌলতখান উপজেলায় সরেজমিন গিয়ে গ্রিন ক্রিসেন্ট এনজিও'র বিষয় নিয়ে নানা চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে। ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল এই এনজিও সংস্থাটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে সমাজকল্যাণের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে থাকলেও ২০০২ সাল থেকে এটি লন্ডনভিত্তিক ইয়ং মুসলিম কমিউনিটি অর্গানাইজেশনের আওতায় কাজ করতে শুরু করে। লন্ডনে বসবাসকারী মোস্তফা ফয়সাল ওই সংগঠনের ব্যানারে অর্থের জোগান দিয়ে গ্রিন ক্রিসেন্ট সংস্থাটি পরিচালিত করতে থাকে। এ সংস্থার মাধ্যমে প্রথমে দৌলতখানে সিকদারবাড়ির দরজায় একটি ডোবার মধ্যে সিসি পিলার করে নির্মাণ করা হয় গ্রিন ক্রিসেন্ট ক্লিনিক। এটির বাইরে ক্লিনিক সাইনবোর্ড থাকলেও পর্দার আড়ালে এটিই ছিল ফয়সাল ও বাদলের ক্লিন অপারেশন সেন্টার। এখান থেকেই জেলার বিভিন্ন স্থানে তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়। দৌলতখান উপজেলার মদিনখী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের জব্বার মালের বাড়ির পাশে গ্রিন ক্রিসেন্টের অর্থায়নে নির্মাণ করা হচ্ছে ফজিলত জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা। গত মাসে এ মসজিদ ও মাদ্রাসা দেখতে একজন বোরকা পরা মহিলাসহ দুই বিদেশী নাগরিক পরিদর্শনে আসেন। ওই দুই ব্যক্তি গ্রিন ক্রিসেন্টের সঙ্গে জড়িত বিসিআইসি সারের ডিলার হুমায়ুনের বাড়িতে দুপুরের খাবার খান। এ সময় এদের সঙ্গে দৌলতখানের বহুল আলোচিত জসিম উদ্দিন ডেগার মাওলানাকেও দেখা গেছে। এ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে বলে স্থানীয়রা জানায়। প্রথম থেকে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে স্থানীয়রা রহস্যময় বলে মনে করছিল। ওই গ্রিন ক্রিসেন্টের অর্থায়নে চরফ্যাশন সমুদ্রের বুকে বিচ্ছিন্ন কুকরি-মুকরিচরেও জমি নিয়ে মাদ্রাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া লালমোহনে রামকেশব গ্রামের স্টাইলে আরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিকল্পনাও নেয় ফয়সাল।

লালমোহনের রমাগঞ্জের পূর্ব চরউমেদ গ্রামে আজিজুর রহমানের পণ্ডিত বাড়িতে জন্মগ্রহণ করা লন্ডন প্রবাসী ফয়সাল দীর্ঘদিন লন্ডনে থাকলেও ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি ঘন ঘন দেশে আসতে শুরু করে। ফয়সাল ও বাদলের মধ্যে গড়ে ওঠে সখ্য।

বোরহানউদ্দিনের রামকেশব গ্রামে ফয়সালের অর্থায়নে নির্মিত গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানাকে নিরাপদ আস্তানা হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ওই আস্তানায় বিভিন্ন গোপন বৈঠকে অস্ত্র তৈরির ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচির ছক নেয়া হয় বলেও স্থানীয়রা জানায়। ওই প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান টিমের র‌্যাব-৮ এর লেফটেন্যান্ট সাঈদ জানান, প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব বই উদ্ধার করা হয়েছে তা থেকেও প্রমাণিত হয় এদের সঙ্গে জঙ্গি কানেকশন রয়েছে।

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি মনোজ কুমার সোহাগ জানান, র‌্যাব-৮ এ দু'দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার রাত ১২টায় গ্রেফতারকৃত ৪ জনকে বোরহানউদ্দিন থানায় সোপর্দ করা হয়। ওই রাতেই র‌্যাব-৮ এর ডিএডি শেখ মোহাম্মদ আলী বাদী হয়ে দুটি পৃথক মামলায় গ্রেফতারকৃত ৪ জনসহ জ্ঞাত ১১ জন, অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে বোরহানউদ্দিন থানায় মামলা দেন। মামলা দুটি দায়ের করা হয়েছে অস্ত্র ও সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশের অধীনে। দুটি মামলায় মোস্তফা ফয়সাল ওরফে ইকরামুল আলম ফয়সালকে আসামি করা হয়নি। এ ব্যাপারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রফিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, মামলার বাদী হয়েছেন র‌্যাবের ডিএডি মোহাম্মদ আলী। বৃহস্পতিবার বিকালে মামলার অপর আসামিদের নাম জানতে চাইলে রফিকুল ইসলাম জানান, তিনি থানার বাইরে থাকায় নাম বলতে পারছেন না। তবে গ্রেফতারকৃত চারজনসহ দুই বাদলের নাম রয়েছে বলেও তিনি জানান।

এদিকে বোরহানউদ্দিন দারুল উলুম তেলায়ডিয়া কওমি মাদ্রাসার পরিচালক মুফতি মহিউদ্দিন মোবাইল ফোনে সাংবাদিকদের জানান, তিনি গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং রাসেল সম্পর্কে তথ্য দেয়ায় একটি গ্রুপ তাকে হুমকি দিতে শুরু করেছে। ওই মাদ্রাসায় আস্তানাতে ইসলামী ও মওদুদীর বই থাকার বিষয় উল্লেখ করায় জামায়াত নেতারাও তাকে দেখিয়ে দেয়ার হুমকি দেয় বলে জানান।

দৌলতখান প্রতিনিধি সম ফারুক জানান, গ্রিন ক্রিসেন্ট এনজিও'র উৎপত্তি দৌলতখানে হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গোপন বৈঠকগুলোও বেশিরভাগ দৌলতখানে হতো। এদিকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের পর গ্রিন ক্রিসেন্ট ক্লিনিকটি তালাবদ্ধ করে সংশ্লিষ্টরা পালিয়ে গেছে।